বাংলাদেশে গমের রাস্ট এবং ব্লাস্ট রোগ মোকাবেলায় আগাম পরামর্শ

প্রাক-মৌসুম ২০২৪-২৫

সেপ্টেম্বর ২০২৪

মূল কথা

বাংলাদেশে বিগত কয়েক বছরে গম ফসলের পাতায় রাস্ট (মরিচা) এবং ব্লাস্ট রোগের ব্যাপক সংক্রমণের কথা বিবেচনা করে কৃষকদের পরবর্তী মৌসুম ২০২৪-২৫ শুরুর আগে এবং মৌসুম মধ্যবর্তী সময়ে রোগ ব্যবস্থাপনায় উপযুক্ত পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করার জন্য কৃষক ভাইদের প্রস্তুত থাকা অত্যন্ত জরুরী।

মূল বার্তা

গমের রাস্ট এবং ব্লাস্ট রোগের প্রতি সহনশীল/রোগ প্রতিরোধে সক্ষম আধুনিক জাত সমূহ স্থানভেদে চাষাবাদের জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে।

কার্যক্রম

উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জেলাগুলিতে ২০২৪-২৫ গম চাষের মৌসুমে বারি গম ৩৩ এবং বিডাব্লিউএমআরআই গম ৩ পছন্দসই জাত হিসাবে বেছে নেওয়া যেতে পারে।

বিগত মৌসুমের পর্যবেক্ষণ

- বিগত কয়েক বছরের মাঠ পর্যবেক্ষণকৃত তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ২৮টি জেলাতে গমের পাতার মরিচা রোগের আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়েছে। (চিত্র ১)
- গত মৌসুমের শেষের দিকে, বাংলাদেশের মধ্য-পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণাঞ্চলের গমের পাতার মরিচা রোগের সংক্রমণ মাঝারি মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়েছে।
- বাংলাদেশের কোন জেলায় স্টেম বা হলুদ (স্ট্রাইপ) রাস্ট রোগের কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় নাই। তবে পার্শ্ববর্তী দেশে সাম্প্রতিক বছরে স্টেম রাস্ট রোগের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হওয়াতে বাংলাদেশেও এই রোগের জন্য বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে।
- অন্যদিকে, দেশের মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চলে গমের ব্লাস্ট রোগের সংক্রমণ পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশেষ করে গত বছর ফরিদপুর, মেহেরপুর এবং ভোলা জেলায় ব্লাস্ট রোগের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে। (চিত্র ২)
- বারি গম ৩৩ এবং বিডাব্লিউএমআরআই গম ৩ জাতগুলোর সংক্রমণের তীব্রতা অন্যান্য পুরানো জাতগুলোর তুলনায় কম পরিলক্ষিত হয়েছে।

চিত্র ১

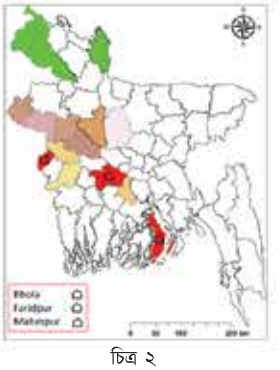

চিত্র ২

পরামর্শ

- *মৌসুম শুরুর পূর্বেই সঠিক জাত নির্বাচন করতে হবে, বিশেষ করে অঞ্চলভিত্তিক রাস্ট এবং ব্লাস্ট প্রতিরোধী জাত।*
- "গমের রাস্ট এবং ব্লাস্ট" রোগের ঝুঁকির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গমের আধুনিক জাত সমূহ নির্বাচন করা যেতে পারে।
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সম্প্রসারণ কাজের আওতায় ২০২৪-২৫ মৌসুমে গমের "সঠিক জাত নির্বাচন" শীর্ষক একটি সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন শুরু করা যেতে পারে।
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের সাথে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে পছন্দসই জাতগুলো কৃষক পর্যায়ে সহজলভ্য করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।
- *পাতার রাস্ট এবং ব্লাস্ট রোগ ব্যবস্থাপনায় কৃষকদের ৭ দিনের আগাম সতর্কবার্তা এবং উপযুক্ত পরামর্শগুলো গম চাষের ক্ষেত্রে প্রধান সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।*
- "নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং আগাম সতর্কবার্তা" গম ফসলের প্রাথমিক শস্য বৃদ্ধির পর্যায়ে রাস্ট এবং ব্লাস্ট রোগ সনাক্তকরণে সহায়তা করবে।
- মাঠ পর্যবেক্ষণে এই রোগ চিহ্নিত হলে অতিদ্রুত উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাকে অবগত করতে হবে।
- উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা/উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা অথবা DEWAS/WISER AP প্রজেক্ট কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ মালা অতিদ্রুত অনুসরণ করতে হবে।

গমের রাস্ট (মরিচা) এবং ব্লাস্ট রোগ পরিচিতি

গমের রাস্ট (মরিচা) রোগ

রোগের কারণ: এই রোগটি *Puccinia triticina* নামক ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে

রোগের লক্ষণ:

- প্রথমে নিচের পাতায় ছোট ছোট গোলাকার হলুদাভ দাগ পড়ে । পরবর্তীতে দাগ সমূহ মরিচার মত বাদামী বা কালচে রং-এ পরিণত হয়।
- এই রোগের লক্ষণ প্রথমে নিচের পাতায় দেখা দেয় এবং ধীরে ধীরে সব পাতা ও কাণ্ডে দেখা দেয়।
- হাত দিয়ে স্পর্শ করলে হাতে বাদামী রং লেগে যায়।

ছবি: লিফ রাস্ট

ছবি: স্টেম রাস্ট

ছবি: স্ট্রাইপ রাস্ট

ছবি: গমের মরিচা রোগ
আলোকচিত্রী: ফয়সাল/সিমিট

গমের ব্লাস্ট রোগ

রোগের কারণ: এই রোগটি *Magnaporthe oryzae Triticum* নামক ছত্রাক দ্বারা হয়ে থাকে

রোগের লক্ষণ:

- প্রধানত: গমের শীষে ছত্রাকের আক্রমণ হয়। গমের শীষ বের হওয়া থেকে ফুল ফোটার সময়ে তুলনামূলক গরম ও স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় এই রোগের প্রকোপ দেখা যায়।
- শীষের আক্রান্ত স্থানে কালো দাগ পড়ে এবং আক্রান্ত স্থানের উপরের অংশ সাদা হয়ে যায়।
- আক্রান্ত শীষের দানা অপুষ্ট হয় ও কুঁচকে যায় এবং দানা ধূসর বর্ণের হয়।
- পাতায়ও এ রোগের আক্রমণ হতে পারে এবং এক্ষেত্রে পাতায় চোখের মত ধূসর বর্ণের ছোট ছোট দাগ পড়ে।

ছবি: গমের ব্লাস্ট রোগ

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন: (১) মো: ওয়াশিক ফয়সাল, আন্তর্জাতিক গম ও ভুট্টা উন্নয়ন কেন্দ্র (সিমিট), মোবাইল নম্বর: ০১৭৪০৬০৩৩৮৫, ইমেইল: m.faisal@cgiar.org; (২) ড. মো: এইচ. এম.মনিরুজ্জামান, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা মোবাইল নম্বর: ০১৭১২৫১৬১৬৪; (৩) ড. মো: রেজাউল কবির, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইন্সটিটিউট, মোবাইল নম্বর: ০১৭৯৬৫৮৬০৩৯।

Funded by — WISER, UK International Development (Partnership | Progress | Prosperity), Met Office, Bill & Melinda Gates foundation

Partners — CIMMYT, CGIAR